HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

টপিক – ০১ সামাজিকীকরণের ধারণা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সামাজিকীকরণের ধারণা
টপিক ০২: সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া
টপিক ০৩: সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব
টপিক ০৪: সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব
টপিক ০৫: সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন, তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব
টপিক ০৬: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৭: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: সামাজিকীকরণের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিকীকরণের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হলো সামাজিকীকরণ। মানবসমাজে উন্নতমানের সংস্কৃতি গঠন, সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং এর মধ্য দিয়ে স্থিতিশীল সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য সামাজিকীকরণের ভূমিকা অনন্য। সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়েই ব্যক্তি তার সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে এবং সে অনুযায়ী আচরণ করে। যার ফলে সমাজজীবনে ব্যক্তির আচরণ ও কর্মকাণ্ড বহুলাংশে নির্ভর করে সামাজিকীকরণের ধারণার ওপর। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে মানুষ সামাজিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারে। সামাজিকীকরণ হলো সমাজের অস্তিত্বের নিয়ামক। সমাজবিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রত্যয় হলো সামাজিকীকরণ। যেসব ধ্যানধারণা, মূল্যবোধ ও আচরণ সমাজ সংহতি বজায় রাখে সেসব সামাজিকীকরণের মাধ্যমেই মানুষ জানতে পারে। আর এভাবেই সামাজিকীকরণ গোষ্ঠী জীবনকে সুসংহত ও সুসংগঠিত রাখে। এ অধ্যায়ে সামাজিকীকরণ, সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব, সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিশ্বায়ন, তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সামাজিকীকরণের ধারণা

উইলিয়াম এফ. অগবার্ণ (১৮৮৬-১৯৫৯)

সামাজিকীকরণের ধারণা

ইংরেজি 'Socialization' শব্দটি দ্বারা সামাজিক প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়। সাধারণভাবে ব্যক্তি তার সমাজ, রাজনীতি, পারিপার্শ্বিকতা তথা গোটা পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন ও সংরক্ষণ করে এবং মূল্যায়ন করে। আর ব্যক্তি এ বিষয়গুলো অন্যকোনো ব্যক্তি বা মাধ্যমের কাছ থেকে অর্জন করে। তাই ব্যক্তি যে প্রক্রিয়ায় গোটা পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান বা মূল্যবোধ অর্জন করে তাকে বলা হয় সামাজিকীকরণ। সামাজিকীকরণ কী? এ ব্যাপারে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্ন ধারণা প্রদান করেছেন।

ম্যাকাইভার (MacIver) সামাজিকীকরণ সম্পর্কে বলেন, "সামাজিকীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সামাজিক জীব অন্যদের সাথে বৃহত্তর ও গভীরতর সম্পর্ক গড়ে তোলে, সেখানে তারা তাদের নিজের এবং অন্যের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং এভাবেই নিকটবর্তী এবং বৃহত্তর সংঘের জটিল কাঠামোর বিকাশ ঘটে।"

Oxford Concise Dictionary of Sociology অনুসারে, সামাজিকীকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা একই সাথে সমাজের আদর্শ ও মূল্যবোধকে আত্তীকরণ এবং আমাদের সামাজিক ভূমিকা পালন করে সমাজের সদস্য হতে শিক্ষা লাভ করি। (Socialization is the process by which we learn of become members of society, both by internalizing the norms and values of society, and also by learning to perform our social roles).

সামাজিকীকরণের ধারণা

কিম্বল ইয়ং সামাজিকীকরণের ধারণায় বলেন, "সামাজিকীকরণ বলতে একজন ব্যক্তিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জগতে অধিষ্ঠিত করাকে বোঝায়। এর মাধ্যমে ব্যক্তি সমাজ ও অন্যান্য গোষ্ঠীর সদস্যপদ অর্জন করে এবং সে যে সমাজে জন্মগ্রহণ করে সে সমাজের মূল্যবোধ ও আদর্শ আয়ত্ত করে।"

কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis) তার 'Human Society' গ্রন্থে বলেছেন, "যে প্রণালিতে মানবশিশু পূর্ণাঙ্গ সামাজিক মানুষে পরিণত হয় তাই সামাজিকীকরণ।

সামাজিকীকরণের ধারণা বর্ণনায় অ্যালমন্ড ও পাওয়েল বলেন, "সামাজিকীকরণ বলতে ওই প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সামাজিক মনোভাব ও আচরণের বিষয়াদি অর্জন করে।"

সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খেইম-এর মতে, 'সামাজিক আচার-আচরণের যৌথ প্রতিরূপই শিশুকে সামাজিক হতে সহায়তা করে।

সামাজিকীকরণের ধারণা

রবার্টসন (Robertson)-এর মতে, "Socialization is the process of social integration through which people acquire personality and learn the way of their society."

সামাজিকীকরণের ধারণা বর্ণনায় বোগারডাস বলেন, "সামাজিকীকরণ হচ্ছে একত্রে কাজ করার একটি প্রক্রিয়া বিশেষ, যার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার গোষ্ঠীগত দায়িত্বের প্রকাশ ঘটায় এবং এর মাধ্যমে সে সমাজের মঙ্গলচিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়।"

(Socialization is the process of working together of developing group responsibility, of being guided by the welfare needs of others). [Sociology, P. 223]

সামাজিকীকরণের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী ল্যান্ডবার্গ সামাজিকীকরণের ধারণায় বলেন, "সামাজিকীকরণ মিথস্ক্রিয়ার একটি জটিল প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যক্তি অভ্যাস, দক্ষতা, আস্থা, বিশ্বাস, বিচারবুদ্ধি অর্জন করে, যেসব সামাজিক গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ডে কার্যকর অংশগ্রহণের জন্য অপরিহার্য।"

আরনল্ড গ্রিন সামাজিকীকরণের ধারণায় বলেন, "সামাজিকীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি শিশু আপন সংস্কৃতির সাথে সুপরিচিত হয় এবং এভাবে তার অহংবোধ ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে।" (Socialization is the process by which the child acquires a cultural content, along with selfhood and personality). [Sociology, P. 127]

সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ন (Ogburn) ও নিমকফ (Nimkoff)-এর মতে, "Socialization is the process by which the individual learns to conform to the norms of the group." অর্থাৎ ব্যক্তি যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলের আদর্শ মেনে চলতে শেখে তাকে সামাজিকীকরণ বলে।

সামাজিকীকরণের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী R. T. Sehaefer তার 'Sociology' গ্রন্থে বলেছেন, "Socialization is the process where by people learn the attitude values and actions appropriate to individuals as members of a particular culture." (সামাজিকীকরণ হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একটি নির্দিষ্ট সমাজের সদস্য হিসেবে ব্যক্তি তার নিজস্ব সমাজের মনোভাব, মূল্যবোধ এবং কার্যাবলি রপ্ত করে।)

সমাজবিজ্ঞানী স্যামুয়েল কোনিগ (Samuel Koenig) বলেন, "জন্মের সময় নবজাতকের মধ্যে মানুষে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে মাত্র। পরে ধীরে ধীরে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশু সামাজিক হয়ে ওঠে।

ফিলিপ সেজনিক (Selznick)-এর মতে, "সমাজের দিক থেকে সংস্কৃতি সঞ্চারিত করার এবং ব্যক্তির সংগঠিত জীবন গঠনের উপায় হলো সামাজিকীকরণ। আর ব্যক্তির দিক থেকে সামাজিকীকরণ হলো ব্যক্তি বিকাশের জন্য তার সম্ভাবনার পরিতৃপ্তি।"

অতএব বলা যায়, সামাজিকীকরণ হলো সমাজের কাঙ্ক্ষিত সদস্য হিসেবে গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া।

সামাজিকীকরণের ধারণা

ড. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও ড. হাবিবুর রহমান বলেন, সামাজিকীকরণ একটি আজীবন প্রক্রিয়া। তাদের মতে, বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ধরনের আচার-আচরণ রপ্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন-

(ক) শিশুর সামাজিকীকরণ।

(খ) প্রাক স্কুল পর্যায়ে শিশুর সামাজিকীকরণ।

(গ) কিশোর এবং যুব বয়সিদের সামাজিকীকরণ।

(ঘ) কর্মক্ষেত্রের পরিবেশে সামাজিকীকরণ।

(ঙ) বিবাহোত্তর পর্যায়ে সামাজিকীকরণ।

(চ) মধ্যবয়সে এবং বার্ধক্যে সামাজিকীকরণ।

সামাজিকীকরণের ধারণা

সামাজিকীকরণের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Socialization)

সামাজিকীকরণের সংজ্ঞায় ব্যক্তির সামাজিকীকরণের বেশকিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১. মানুষ সামাজিক জীব। তবে কোনো মানুষই জন্মগতভাবে সামাজিক হয়ে জন্মায় না। সমাজই মানুষকে ধীরে ধীরে সামাজিক জীবে পরিণত করে।

২. সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনের সাথে গোষ্ঠী জীবন তথা সমাজজীবনের সামঞ্জস্য সাধন হয়।

৩. সামাজিকীকরণ হলো একাধিক প্রণালির সংমিশ্রণ।

৪. সামাজিকীকরণের কোনো নির্দিষ্ট প্রণালি নেই।

৫.সামাজিকীকরণের মধ্যে একত্রিকরণ (Integration) পৃথকীকরণ (Differentiation) ও আত্তীকরণ (Assimilation) তিনটি প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

টপিক – ০২ সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

টপিক ০২: সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

জন্মের পর থেকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। মানবশিশু জন্মের পর প্রথমে মায়ের এবং পরবর্তী সময়ে বাবা ও অন্যান্য সদস্যের সংস্পর্শে আসে। ফলে পরিবার ও শিশুর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা শিশুর মধ্যে সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। এরপর শিশু পরিবারের বাইরের পরিবেশ যেমন- খেলার সাথী, পাড়া-প্রতিবেশী, বিদ্যালয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। শিশু যে সমাজে বড় হচ্ছে সে সমাজের প্রথা, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, আচার-আচরণ প্রভৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করে সমাজের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শিখে এবং সামাজিক মানুষে পরিণত হয়।

সুতরাং যে প্রক্রিয়ায় শিশু ক্রমশ সামাজিক মানুষে পরিণত হয় তাকে সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া বলে।

অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ তার 'An Introduction to Sociology' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "সামাজিকীকরণ এমন একটি প্রক্রিয়া, যা একজন ব্যক্তির জন্ম থেকে মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিরামভাবে চলতে থাকে। এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া।" (Socialization is a process which begins at birth and continues unceasingly until the death of the individual. It is an incessant process.)

সামাজিকীকরণ একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। শিশুর জন্মের পর হতে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন ও খাপ খাওয়ানোর প্রক্রিয়াই সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া। অর্থাৎ একজন মানুষের সামজিকীকরণ প্রক্রিয়া তার সমগ্র জীবনব্যাপী অব্যাহত থাকে। কারণ শৈশবেই এর পরিসমাপ্তি ঘটে না। বাস্তবিক অর্থে, সামাজিকীকরণ শুরু হয় শিশুর জন্মলগ্নে, যা একজন ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত চলতে থাকে। এটি একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে মানুষ সমাজের কাঙ্ক্ষিত সদস্য হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

জর্জ হার্বার্ট মিড মনে করেন, শিশুর সামাজিকীকরণ ঘটে দুটি স্তরের মধ্য দিয়ে। এগুলো হচ্ছে- প্রাক কথন (Preverbal) এবং কথন (Verbal)। কথন পর্যায়ে রয়েছে দুটি উপপর্যায়; যেমন- (Play) খেলা এবং (Game) খেলাধুলা। শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম পর্যায়ে এসে বাবা-মা, ভাই-বোনদের ভূমিকা অনুকরণে খেলা করে। এ প্রক্রিয়াটি খেলার ছলে ভবিষ্যতের ভূমিকা শিক্ষালাভেরও প্রক্রিয়া। অন্যদিকে, খেলাধুলাপর্বে কিশোর-কিশোরী অন্যদের পরিবর্তনশীল ভূমিকার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিজের ভূমিকাকে পরিবর্তন করতে শেখে। ফুটবল বা ক্রিকেটে এটি লক্ষণীয়।

সমাজবিজ্ঞানের সূচনালগ্নে সামাজিকীকরণের বিষয়টি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির অভিজ্ঞতা অর্জনের সাথে যুক্ত ছিল না। এটি মূলত শিশুদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে সাম্প্রতিককালে সামাজিকীকরণ প্রত্যয়টি প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির আচরণ আলোচনায় স্থান পেয়েছে এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় স্থান পেয়েছে বা যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠী।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় শিশুর বৈশিষ্ট্য: সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় শিশুর মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন- অভিব্যক্তি (Reflexes): যখন একটি শিশু বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত ভাব প্রকাশ করে, সেটিই হলো তার অভিব্যক্তি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিশুকে খেলা দিয়ে আদর করলে হাসে, ধমক দিলে কান্না করে এবং হাততালি দিলে যে সজাগ হয়ে ওঠে।

সহজতর প্রবৃত্তি (Instincts): শিশুর কিছু সহজাত প্রবৃত্তি বিশ্লেষণ করে আচরণিক ব্যাখ্যা প্রদান করা যায়। মূলত প্রতিটি শিশু কিছু সহজাত স্বভাব নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো শিশু খুবই চঞ্চল প্রকৃতির হয় আবার কোনো শিশু শান্ত প্রকৃতির হয়।

জিদ (Urges): একটি শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রধান ও অন্যতম উপাদান হলো জিদ বা Urges. জিদ শিশুকে দুই ধরনের আচরণের দিকে ধাবিত করতে পারে। একটি প্রত্যাশিত অপরটি হলো অপ্রত্যাশিত। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অনেকে জিদ করে পড়াশোনায় অধিক মনোযোগী হয়ে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করে। আবার অনেকে জিদের বশবর্তী হয়ে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস ডেকে আনে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

ক্ষমতা (Capacities): কাজ করার ক্ষমতা শিশুর সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ায় অন্যতম ভূমিকা পালন করে। শিশুর মধ্যে ধীরে ধীরে কাজ করার ক্ষমতা সৃষ্টি হয় এবং কাজের মাধ্যমেই শিশু অন্যের সংস্পর্শে আসে ও সম্পৃক্ত হয়। মানুষ যে সমাজে জন্মগ্রহণ করে এবং বসবাস করে সে সমাজের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, আদর্শ, মূল্যবোধ, অভ্যাস সে নিজের মধ্যে আয়ত্ত করে। এগুলো আয়ত্ত করতে চারটি উপাদান কাজ করে। যেমন-

(i) অনুকরণ (Imitation): বড়দের তুলনায় ছোটরা অনুকরণপ্রিয় হয়। অনুকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রত্যেকেই তার নিজের প্রয়োজনে পরিবেশের কোনো না কোনো বিষয়, অবস্থা নিজের মধ্যে ধারণ করে তারপর সেটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় অনুকরণ করে। Miller And Dollard (মিলার এবং ডলার্ড)-এর মতে, "Imitation is important in maintaining discipline and conformity to the norms of our society." অর্থাৎ আমাদের সমাজের নিয়মনীতি ও আদর্শকে রক্ষা বা পরিচর্যার জন্য অনুকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(ii) অভিভাবন (Suggestion): অভিভাবন বলতে এমন একটি বিশেষ প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান করা যায়। মূলত যেসব তথ্যের কোনো যুক্তিসংগত ভিত্তি থাকে না সেগুলো সমাজজীবনের শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে সংমিশ্রিত হয়ে সামাজিকীকরণে ক্রিয়া করে থাকে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

(iii) অঙ্গীভূতকরণ (Identification): শিশু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে সে তার পারিপার্শ্বিক বস্তুর প্রতি প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যেমন- শিশু বিভিন্ন খেলার সামগ্রী, ছবি, বই অঙ্গীভূত করে নেয়, এভাবে শিশুর বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে অঙ্গীভূতকরণের পরিধিও বাড়তে থাকে।

(iv) ভাষা (Language): শিশুর সামাজিক হয়ে গড়ে ওঠার পথে মাতৃভাষা তাকে তার পরিবেশের প্রতি প্রত্যাশিত আচরণ করতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। 'কিংসলে ডেভিস'-এর মতে, সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি পুরাপুরি সামাজিক মানুষে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়া ছাড়া ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্ব লাভে ব্যর্থ হয় এবং সমাজে সে একজন যোগ্য ও উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না।

অগবার্ন ও নিমকফ বলেন, সামাজিকীকরণ ছাড়া সমাজে জীবনযাপন একেবারেই সম্ভব নয় এবং সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তি তার গোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশার সামাজিক মূল্য বজায় রাখে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

শিক্ষণ (Learning): শিক্ষণ হলো সামাজিকীকরণের একটি মৌলিক প্রক্রিয়া। সমাজ মনোবিজ্ঞানীদের মতে, চারটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত উপাদানের সাহায্যে ব্যক্তির শিক্ষণ সম্পন্ন হয়। এগুলো হলো- (ক) তাড়না (Drive), (খ) সংকেত (Cue), (গ) প্রতিক্রিয়া (Response) ও (ঘ) পুরস্কার (Reward)। কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে উদ্বুদ্ধ করে তাড়না। পরিতৃপ্তি লাভের জন্য চাহিদা প্রকাশ করাকে বলে সংকেত। সংকেতে সাড়া দিয়ে চাহিদা পূরণ করা হলো পুরস্কৃত করা আর এ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ প্রক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শিক্ষণ প্রক্রিয়া আবার বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। যেমন-

(i) প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান (Direct teaching): মানবশিশুর সামাজিকীকরণে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানে মৌখিকভাবে নির্দেশনা হয়। এ নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করলে পুরস্কৃত করা হয় এবং নির্দেশ অমান্য করলে তিরস্কার করা হয়। সামাজিক আচরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদান সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

(ii) সহায়ক শিক্ষা (Instrumental Conditioning): সামাজিকীকরণে সহায়ক শিক্ষণ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সহায়ক শিক্ষণ শিশুর আচরণের পরিবর্তন করে। সেটি ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয়ই হতে পারে। তবে শিশুরা প্রশংসা লাভের আশায় উৎসাহী হয়ে ভালো কাজ করে এবং শাস্তির ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে।

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

(iii) পর্যবেক্ষণমূলক শিক্ষা (Observational Learning): শিশুরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক আচার-আচরণ, শিক্ষণ আয়ত্ত করে থাকে। যেমন বড়রা যদি কোনো শিশুর প্রশংসা করে তা দেখে অন্য শিশুরা তা পর্যবেক্ষণ করে এবং তার মতো হতে চেষ্টা করে। ফলে অন্য শিশুদের মধ্যে এসব ভালো গুণাবলি অর্জিত হয়।

(iv) একত্রীভবন (Identification): যে শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির আদর্শ ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে নিজের আদর্শ বা বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে তাকে একত্রীকরণ বলে। যেমন- শিশুরা বাবা-মা, শিক্ষক, বড় ভাইবোন, খেলোয়াড় কিংবা শিল্পীকে আদর্শ মনে করে তাদের মতো হয়ে গড়ে উঠতে চেষ্টা করে এবং তাদের আচরণ আয়ত্ত করতে শেখে।

পরিশেষে বলা যায়, একটি শিশুকে সামাজিকভাবে গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই সামাজিক প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব দিতে হবে। মূলত সামাজিকীকরণ একটি প্রক্রিয়া যা ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

টপিক – ০৩ সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব

টপিক ০৩: সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব

সামাজিকীকরণ ছাড়া মানুষ গোষ্ঠী জীবনে দলবদ্ধ হয়ে কাজ করা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন করতে পারে না। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে মানুষ সামাজিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে পারে। আর এক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের বাহনসমূহ ব্যক্তিকে সামাজিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। নিচে সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব আলোচনা করা হলো-

পরিবার: একটি শিশুর সামাজিকীকরণের প্রথম ও প্রধান মাধ্যম হচ্ছে পরিবার। মানুষ সাধারণত পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ও বেড়ে ওঠে। শিশু তার বাবা-মাকে খুব আপন মনে করে এবং তাদের কোমল মনে বাবা-মায়ের সংস্কৃতি সহজেই প্রবেশ করে এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। পরিবার ও শিশুর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে তা শিশুর মধ্যে সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। বাবা-মা যে আদর্শ ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে, শিশুরাও সাধারণত সেই আদর্শ ও সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী হয়। এ কারণে বলা হয়, পরিবার সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও প্রভাব বিস্তার করে ব্যক্তিকে সামাজিক ধ্যানধারণা ও আচরণ পদ্ধতিতে অনুসরণ করে সমাজে সংহতি বজায় রাখে।

শিশুর সামাজিকীকরণে পরিবারই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট বাহন। অধ্যাপক বিদ্যাভূষণ ও সচদেবের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তারা বলেন, "The parents or family are the first to socialize the child. They are not only closely related to the child but physically also they are nearer to him than others."

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব

পরিবারের মধ্যেই সামাজিকীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকে শিশুর জন্মের আগে থেকেই। বাংলাদেশের পরিবার কাঠামোতে বিভিন্ন ধরনের পরিবার রয়েছে। যে ধরনের পরিবারেই আমরা বেড়ে উঠি না কেন, পারিবারিক জীবনের মধ্যেই আমাদের শৈশব কাটে। স্বাভাবিকভাবেই পারিবারিক জীবনের ভালো দিক এবং মন্দ দিক সবই আমাদের আচরণকে প্রভাবিত করছে। পরিবারের মধ্যেই সামাজিক নীতিবোধ ও নাগরিক চেতনার সূচনা হয়। সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, ত্যাগ, ভালোবাসা প্রভৃতি গুণগুলো পরিবারের মধ্য থেকেই অর্জিত হয়। পরিবারের মধ্যে প্রধান যে বিষয়টি শিশুর সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে তা হলো পিতামাতার মধ্যকার সম্পর্ক। পিতামাতার মধ্যে সুসম্পর্ক শিশুর ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। আবার পিতামাতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব তাদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব-বিরোধের সৃষ্টি করে।

পিতামাতা শিশুর সবচেয়ে কাছের মানুষ। আবার পিতামাতা এ দুজনার মধ্যে অধিকতর হলেন 'মা'। স্বভাবতই সামাজিকীকরণের সূত্রপাত ঘটে মা হতেই। মা শিশুর খাদ্যাভ্যাস গঠন ও ভাষা শিক্ষার প্রথম মাধ্যম। মা শৈশবে শিশুকে যেসব খাদ্যের প্রতি ঝোঁক সৃষ্টি করবেন, শিশুর পরবর্তী জীবনের আচরণে এর প্রভাব লক্ষ করা যাবে। মায়ের ঘুমপাড়ানি গান, বর্ণ শিক্ষার কৌশল, ছড়া শিক্ষা অনেক বিষয়ই আমরা অতীত অভিজ্ঞতা ও শিখনের ফল হতে নিজ পরিবারে প্রয়োগ করে থাকি।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্যতম। পরিবারের পর শিশুর সামাজিকীকরণে বিদ্যালয় এবং সহপাঠীর প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ শিশুকাল থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পাঠ্যসূচির মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন করে। এসব পাঠ্যসূচিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন সামাজিক ব্যক্তির দায়িত্ব, অধিকার, ইতিহাস ও ঘটনাবলি অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর এসব বিষয় থেকে সহজেই একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিক বিভিন্ন বিষয়ের প্রবেশ ঘটে। এভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুর সামাজিকীকরণের আনুষ্ঠানিক মাধ্যম।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশু জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি সামাজিক আদর্শ বিদ্যালয় হতে শিখে থাকে। এ আদর্শগুলোর মধ্যে রয়েছে শৃঙ্খলাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, শ্রদ্ধাবোধ, সহযোগিতা, পারস্পরিক ভালোবাসা প্রভৃতি। শিশু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষক, সহপাঠী, কর্মচারী, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ প্রভৃতির সংস্পর্শে আসে।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব

এসব উপাদানই শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে, যার মাধ্যমে শিশু নেতৃত্ব, অন্যের মতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ঐক্য, দেশপ্রেমবোধ, সহমর্মিতা, সহিষ্ণুতা, সম্প্রীতিবোধ প্রভৃতি জাগ্রত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীকে পরবর্তী স্তরের শিক্ষাগ্রহণ কিংবা কর্মজগতের জন্য উপযোগী করে তোলে। বৃহত্তর সমাজের অনুমোদিত আদব-কায়দা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ প্রভৃতি শিশু বিদ্যালয় থেকেই শিখে থাকে। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুও শিক্ষার্থীর আচরণকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, ভালো-মন্দের বিচারবোধ শিশু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হতে শিখে। সুতরাং, শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, শিক্ষকের মূল্যবোধ ও আচরণ শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব

গণমাধ্যম: গণমাধ্যম হচ্ছে সংগৃহীত সকল ধরনের মাধ্যম, যা প্রযুক্তিগতভাবে গণযোগাযোগ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, সমাজের বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট সংবাদ, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির বিষয়বস্তু, বিশেষ ধ্যানধারণা, বিনোদন প্রভৃতি পরিবেশন করার মাধ্যম হচ্ছে গণমাধ্যম। তাই আধুনিক যুগের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে গণমাধ্যমকে কেন্দ্র করে। গণমাধ্যমগুলোর বিকাশ সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসেবে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করছে। গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে রয়েছে সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র, টেলিভিশন প্রভৃতি।

সংবাদপত্রে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ওপর সংবাদ প্রকাশিত হয়। শিশু-কিশোররা এসব পাঠ করে মনের খোরাক মেটায় এবং নিজেকে সমাজ-সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে চলতে শিখে। তারা জীবনজগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণায় অনুপ্রাণিত হয়। বেতার আমাদের জীবনে শিক্ষা ও আনন্দদান করে। বেতারের সাহায্যে আমরা গান-বাজনা, নাটক-নাটিকা, শিক্ষামূলক আলোচনা, কথিকা, খেলাধুলা, আবহাওয়ার সংবাদ সম্পর্কে জানতে পারি। সুতরাং বেতার ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত বিভিন্ন গঠনমূলক অনুষ্ঠান ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তির সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, বিজ্ঞানমনস্ক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকশিত হয়। সামাজিক ও জীবনভিত্তিক চলচ্চিত্র ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে গভীর প্রভাব ফেলে। গঠনমূলক সামাজিক চলচ্চিত্রের অনেক চরিত্র ব্যক্তির আচরণকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব

সঙ্গীদল: শিশুর সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে খেলার সাথী ও সহপাঠীর ভূমিকা রয়েছে। এদের মাধ্যমেই নিয়মশৃঙ্খলা, দায়িত্ব কর্তব্য, সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি বিকশিত হয়। এ সঙ্গীদলের মধ্যে আবার কখনোবা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, যা সমস্যা সমাধানে ও দ্বন্দ্ব নিরসন কৌশল আয়ত্তকরণে সহায়তা করে। সঙ্গীদলের মাধ্যমে শিশু নিজের আচরণের ভালো কিংবা মন্দ দিকের গুণাবলি ও মুখামুখি সমালোচনা শুনতে পায়। এ ধরনের সমালোচনা শিশুকে সমাজের কাঙ্ক্ষিত আচরণ শিক্ষা দেয়। সমবয়সি সঙ্গীদলের আচার-আচরণ প্রায় একই প্রকৃতির হয়ে থাকে। এটি একটি ক্ষুদ্রদল। এ দলের রয়েছে বিশেষ মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা ও রীতিনীতি।

শৈশব ও কৈশোরে এ সঙ্গীদলের পারস্পরিক আচরণিক প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। এ দলের প্রভাবে শিশু সমাজস্বীকৃত ভালো মূল্যবোধ গ্রহণ করতে পারে। আবার সমাজ ঘৃণিত মূল্যবোধও গ্রহণ করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্য, শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সচেতন হতে হবে। প্রয়োজনে শিশুর সাথে বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: সামাজিকীকরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির বিবেকবোধ ও চেতনাকে জাগ্রত করে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি ধর্মই সামাজিক জীবন সম্পর্কে বিশেষ ধরনের আদর্শ পোষণ করে। মসজিদ, মন্দির, গির্জা প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে আধ্যাত্মিক প্রচারণার সাথে সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন আদর্শ প্রচারিত হয়। বিশেষ করে ধর্মভিত্তিক সমাজে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যাপক প্রভাব ফেলে।

শিশু তার পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনকে মসজিদ, মন্দির, গির্জা ও প্যাগোডাতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে দেখে। শিশু-কিশোরেরা পরিবারে অন্যদের ধর্মীয় আচরণ যেমন- কুরআন শরীফ, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, বাইবেল এবং ত্রিপিটক পাঠ করতে দেখে ও শোনে। এসব বিষয় শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনকে প্রভাবিত করে। যার ফলে শিশু সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যবাদিতার মতো গুণাবলি অর্জন করে থাকে। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা ইসলাম ধর্মের বৃহত্তর দুটি ধর্মীয় উৎসব। এসব উৎসবের নানা কার্যক্রম শিশুমনে ধর্মানুভূতির পাশাপাশি ঐক্য ও সংহতি এবং সম্প্রীতির শিক্ষা দেয়, মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ কমিয়ে দেয়। শিশু-কিশোরদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়। বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করে।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব

কর্মস্থল: কর্মস্থল সামাজিকীকরণের অন্যতম বাহন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও প্রভাব বিস্তার করে। একজন ব্যক্তির কর্মস্থলের সার্বিক পরিবেশ তার মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক সংস্কৃতির প্রবেশ ঘটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তি কর্মস্থলে বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিবর্গের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার কর্মময় জীবন অতিবাহিত করে। আর এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিবর্গের কিছু অভ্যাস বা নিয়মনীতি ব্যক্তির মধ্যে প্রবেশ করে।

রাজনৈতিক দল: রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার ব্যাপক বিকাশ ও প্রসারের ফলে রাজনৈতিক দল সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্নভাবে নিজেদের আদর্শ ও কর্মকাণ্ড প্রচার করে ব্যক্তিগতভাবে জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং তাদের আদর্শ জনগণের মধ্যে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব

সরকারি সংস্থা: বর্তমানে সরকারের কার্যাবলির ব্যাপক প্রসারের ফলে সরকারি সংস্থাগুলো সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও প্রভাব বিস্তার করছে। কারণ সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে জনগণের সাথে কাজ করতে হয় বা প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। এ সংস্থাগুলো জনগণের মধ্যে সরকারি আদর্শ, কর্মকাণ্ড ও বিভিন্ন সংবাদ প্রচার করে।

সামাজিক সংস্থা: একটি সমাজে বিভিন্ন ধরনের স্বেচ্ছামূলক সামাজিক সংস্থা বিভিন্নমুখী সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। এসব স্বেচ্ছামূলক সামাজিক সংস্থাগুলো তাদের কর্মপরিচালনার মধ্য দিয়েই জনগণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রবেশ ঘটায়। এরূপ সামাজিক সংস্থা সাধারণত গ্রাম এলাকায় তাদের কার্য পরিচালনা করে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের মধ্যে আদর্শের প্রবেশ ঘটায়।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব

আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশী আমাদের নিজ পরিবারের বাইরে যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তারাই আমাদের আত্মীয়স্বজন বা জ্ঞাতিগোষ্ঠী এবং যারা বাড়ির আশপাশে বসবাস করেন তারা হলেন আমাদের প্রতিবেশী। শৈশব থেকেই ব্যক্তি জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও প্রতিবেশীদের সংস্পর্শে বড় হতে থাকে। পরিবারের পরেই তাদের অবস্থান। শিশুর জীবনের সুষ্ঠু বিকাশে জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও প্রতিবেশীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণত আমাদের পাশাপাশি বাড়িগুলোতে সমবয়সী শিশুদের মধ্যে প্রতিবেশী দল গড়ে ওঠে। প্রতিবেশী দল থেকে শিশু সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ঐক্য, নেতৃত্ব প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করে। প্রতিবেশীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান; যেমন- বিয়ে, জন্মদিন, ঈদ, পূজা, বড়দিন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে শিশুরা অংশগ্রহণ করে আনন্দফুর্তিতে মেতে ওঠে এবং এর মধ্য দিয়ে শিশু সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, সম্প্রীতি প্রভৃতি গুণাবলি অর্জন করে। প্রতিবেশীর যেকোনো অনুষ্ঠানে পরিবারের সকল সদস্য অংশগ্রহণ করে। যেমন- জন্মদিন, বিয়ে, বিবাহবার্ষিকী প্রভৃতি। আবার কেউ অসুস্থ হলে নিকট আত্মীয়ের চেয়ে প্রতিবেশীই বেশি ভূমিকা পালন করে। কারণ সার্বিক বিচারে প্রতিবেশীই সুখ-দুঃখের প্রথম অংশীদার। যদিও গ্রাম ও শহরভেদে প্রতিবেশীর সম্পর্ক ভিন্ন হয়। গ্রামীণ সমাজে প্রতিবেশীর সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়। এ সম্পর্কে তেমন কৃত্রিমতা থাকে না। শহরে প্রতিবেশীর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ নয়। তবে আনন্দ-উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অনেকটা আপন হয়ে যায়। প্রতিবেশীই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সমাজস্বীকৃত আচরণ মেনে চলার শিক্ষা দিয়ে থাকে।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব

বিবাহ: বিবাহ দুইজন নারীপুরুষকে পরস্পরের কাছাকাছি নিয়ে আসে। তারা সাধারণত একই সাথে বসবাস করে এবং পরস্পরের প্রতি সহযোগিতামূলক ও আন্তরিক মনোভাব নিয়ে কাজ করে। এভাবে প্রাত্যহিক জীবনে মেলামেশার মধ্য দিয়ে তাদের একজনের চিন্তাভাবনা ও আদর্শ আরেকজনের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। বিশেষ করে স্বামীর মতামত স্ত্রীর ওপর গভীরভাবে প্রভাব ফেলে।

স্থানীয় সমাজ বা সম্প্রদায়: স্থানীয় সমাজ বা সম্প্রদায় সামাজিকীকরণের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এ সমাজের মধ্যে শিশু ধীরে ধীরে বয়োপ্রাপ্ত হয়। এ স্থানীয় সমাজ নির্দিষ্ট অঞ্চল ও স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠে। এ সমাজের রয়েছে বিশেষ মূল্যবোধ, যা স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা মূল্যবোধের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। এ সমাজের মানবগোষ্ঠী, সামাজিক পরিবেশ, প্রতিষ্ঠান শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে। এছাড়া স্থানীয় সমাজের মূল্যবোধ ব্যক্তিজীবনকে প্রভাবিত করে। কোনো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের ভাষা, আচরণ ব্যক্তির আচরণে প্রতিভাত হতে দেখা যায়। এ সমাজের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে স্বজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটে।

সামাজিকীকরণের বাহনসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব

স্থানীয় গোষ্ঠী: গোষ্ঠী বা দল হলো অনেক ব্যক্তির সমষ্টি, যাদের মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। একটা সাংগঠনিক কাঠামোতে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কযুক্ত মানবগোষ্ঠীই হলো সামাজিক গোষ্ঠী। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ, সাংস্কৃতিক ক্লাব, সাহিত্য ক্লাব প্রভৃতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। শিশু পরিবার থেকে প্রতিবেশী দলে এবং পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয় পেরিয়ে স্থানীয় গোষ্ঠীতে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা এ গোষ্ঠী বা সংঘ ব্যক্তির সামাজিকীকরণে প্রভাব বিস্তার করে। এ গোষ্ঠীগুলো স্থানীয়ভাবে ক্রীড়া, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। শৈশব হতেই শিশু এসব গোষ্ঠীভুক্ত সংগঠনের সদস্যদের সাথে আমোদ-প্রমোদ, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মেতে ওঠে; যা তাদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে প্রভাব ফেলে। শিশু হয়ে ওঠে সংস্কৃতিমনা, সাহিত্যপ্রেমী, ক্রীড়ামোদী ও বিজ্ঞানমনস্ক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

টপিক – ০৪ সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব

টপিক ০৪: সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব

This Topic is important for

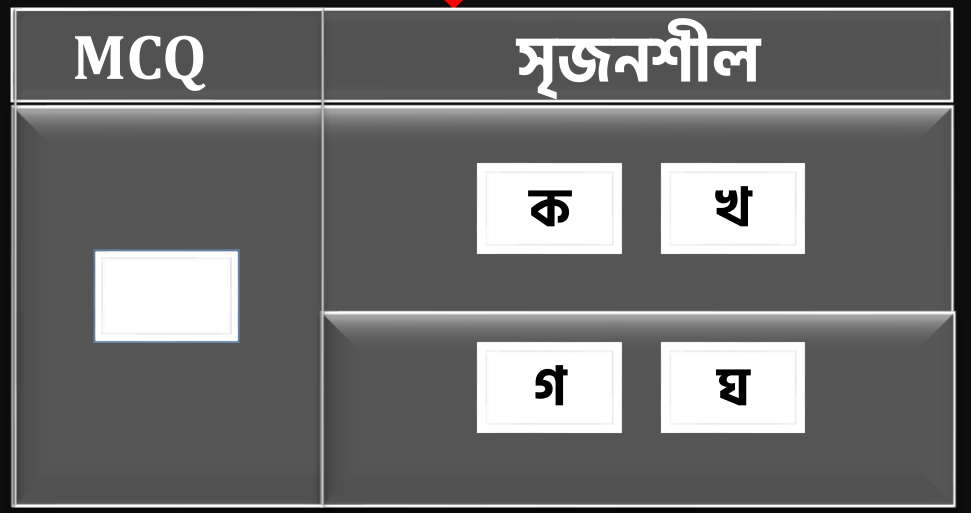

সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব

সামাজিকীকরণ, বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায় যার মাধ্যমে একজন মানবশিশু পূর্ণাঙ্গ সামাজিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। শিশুর এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় সামাজিক পরিমণ্ডলেই, নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে। উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো সমাজবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠান বলতে সামাজিক প্রতিষ্ঠানকেই সর্বদা বোঝানো হয়ে থাকে। আর রবার্টসন প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানী এরূপ প্রতিষ্ঠান বলতে পরিবার, বিবাহ, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে বুঝিয়েছেন। যেমন সংকীর্ণ অর্থে এসব প্রতিষ্ঠানের সবগুলো পরিবর্তনশীল নয়, কিন্তু বৃহত্তর অর্থে সবই পরিবর্তনশীল। যেমন সংকীর্ণ অর্থে পরিবার অপরিবর্তনীয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আধুনিক অর্থে পরিবারের গঠন, প্রকৃতি, দায়িত্ব ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা লক্ষণীয়। সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে মূলত বোঝানো হয় গণমাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ক্লাব, সংঘ ইত্যাদিকে।

সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব

পরিবার: পরিবার হলো আদিম সামাজিক প্রতিষ্ঠান। শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পরিবার থেকেই শিশু প্রথম সামাজিকীকরণের শিক্ষা লাভ করে। সহমর্মিতা, সহযোগিতা, আত্মত্যাগ, ভালোবাসা ইত্যাদি গুণগুলো শিশু পরিবারের মাধ্যমেই অর্জন করে থাকে। পরিবার সামাজিকীকরণের ভূমিকা পালন করে তাই এর পরিবর্তনে ও সামাজিকীকরণের ওপর নানা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন- যৌথ পরিবারে শিশু অন্যের সাথে নিজেকে মানিয়ে চলার বিষয়টি আত্মস্থ করতে শেখে। কিন্তু বর্তমানে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গড়ে উঠেছে। একক পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্বার্থপর হয় এবং বাবা-মায়ের অনুপস্থিতির কারণে অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। ফলে শিশুরা উদার, সহনশীল মানসিকতার পরিবর্তে সংকীর্ণ মানসিকতা নিয়ে বড় হচ্ছে। এ ধরনের শিশুরা বৃহত্তর সমাজে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না। একক পরিবারের শিশুদের সময় কাটানোর মতো ব্যক্তির অভাবে তারা ক্রমাগত টেলিভিশন, কম্পিউটার এবং মুঠোফোনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। যার প্রভাব পড়ছে সামাজিকীকরণের ওপর। যেকারণে শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিশুর পরিবারের বাইরে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের প্রথম ধাপ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন, প্রকৃতি, শিক্ষাক্রম এবং ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনশীলতার জন্য এটি একটি সক্রিয় পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রতিষ্ঠান। আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মনে করা হতো 'নিয়ন্ত্রণমূলক' প্রতিষ্ঠান হিসেবে, যেখানে এসব পরিচালিত হতো শিক্ষককেন্দ্রিকভাবে। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মনে করা হয় শিক্ষার্থীবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে, যেখানে সবকিছু আবর্তিত হবে শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র করে, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশুরা অন্যান্যদের সাথে মিশতে শিখে, আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুন এবং শৃঙ্খলাবোধ শিখে, শিক্ষকদেরকে মান্য করতে শিখে। শিক্ষকদের সংস্পর্শে এসে এ পর্যায়ে শিশুরা তাৎপর্যপূর্ণভাবে সামাজিক হয়ে উঠতে অভ্যস্ত হয়, যা তাদের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব

গণমাধ্যম: গণমাধ্যম আধুনিককালের সমাজ নিয়ন্ত্রণের এক শক্তিশালী মাধ্যম। গণমাধ্যম বলতে বোঝানো হয় সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেটভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম ইত্যাদিকে। গণমাধ্যম পরিবর্তনশীলতার এক অনন্য উদাহরণ। যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে বর্তমানকালে এমন সব আধুনিক গণমাধ্যমের আবির্ভাব ঘটেছে। যা কিছুদিন আগেও কল্পনা করা যেত না। আধুনিক ICT ভিত্তিক অবাধ তথ্যপ্রবাহ সমাজকে আমূল বদলে দিয়েছে।

শিশুর সামাজিকীকরণে গণমাধ্যম অন্যতম শক্তিশালী একটি বাহন। আধুনিককালে অধিকাংশ পরিবারেই সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও, কম্পিউটার ইত্যাদির কোনো না কোনোটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এসব মাধ্যমে প্রচারিত সংবাদ, বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ইত্যাদি শিশুদেরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। শিশুসহ বড়দেরও সামাজিকীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনেক শক্তিশালী। বিশেষত সাংস্কৃতিক, সামাজিক, জনমত ইত্যাদি ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান: রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পদ্ধতি স্থির কোনো বিষয় নয়। সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে এটিও পরিবর্তিত হয়। যেমন রাজনৈতিক বিপ্লব একটি দেশের রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন সাধন করতে পারে। সেই সাথে সামাজিকীকরণের ওপরও এর প্রভাব পড়ে। যেমন ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের সময়কার রাজনৈতিক পরিবেশ শিশুসহ অন্যান্যদের যেরূপ সামাজিকীকরণে সহায়তা করত, ইঙ্গ-মার্কিন হামলার পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এ থেকে ভিন্নতর সামাজিকীকরণের শিক্ষাই দেয়। গণতন্ত্র যেভাবে চিন্তা করতে শেখায়, সমাজতন্ত্র সেভাবে চিন্তা করতে শেখায় না।

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান: মানুষের অর্থনৈতিক জীবন তার সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন ধনতান্ত্রিক সমাজের মানুষের সামাজিকীকরণ, চিন্তাচেতনার সাথে সমাজতান্ত্রিক সমাজের মানুষের চিন্তাচেতনার আমূল পার্থক্য দেখা যায়। আবার একটি সমাজের যদি অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়, তবে সেই সমাজের মানুষের জীবনযাত্রার মানও পরিবর্তিত হয়। সেই সাথে পরিবর্তিত হয় সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-অভ্যাস এবং উৎপাদন ব্যবস্থা। এসব বিষয় সামাজিকীকরণে ভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দেখে মানুষ আর্থিক লেনদেন, অর্থব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে শিখে থাকে।

সামাজিকীকরণে পরিবর্তনশীল প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রভাব

সংঘ-সমিতি: শিশুর সামাজিকীকরণে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান যেমন ক্লাব, সমিতি, সংঘ ইত্যাদি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানে শিশু-কিশোরদের স্বাধীন সত্তা এবং মতামত প্রকাশের সুযোগ ঘটে। এতে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। এক সংঘের সাথে অন্য সংঘের প্রতিযোগিতা, ভালো করার চেষ্টা শিশুদেরকে আত্মপ্রত্যয়ী এবং চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে থাকে। এসব সংঘ-সমিতি বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হয়, সেই সাথে পরিবর্তন ঘটে এর থেকে শিক্ষণীয় সামাজিকতার ধরনেও।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান: অন্যান্য পরিবর্তনশীল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সমাজ, খেলার সাথী ইত্যাদি। যার পরিবর্তন অপেক্ষাকৃত ভিন্ন ধারার। কিন্তু এসব উপাদানও শিশুদের সামাজিকীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পরিবর্তনশীল এসব উপাদান যে শুধু একজন শিশুর ক্ষেত্রেই ভূমিকা রাখে তা নয়। যেমন একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক বাংলাদেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্য বা ইউরোপের কোনো দেশে গেলে সেখানকার পরিবর্তিত সমাজকাঠামোর সাথে নিজেকে মানিয়ে নেন। পরিবর্তনশীল উপাদানের প্রভাবে মানুষের সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তনশীলতা লক্ষ করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

টপিক – ০৫ সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন, তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

টপিক ০৫: সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন, তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

This Topic is important for

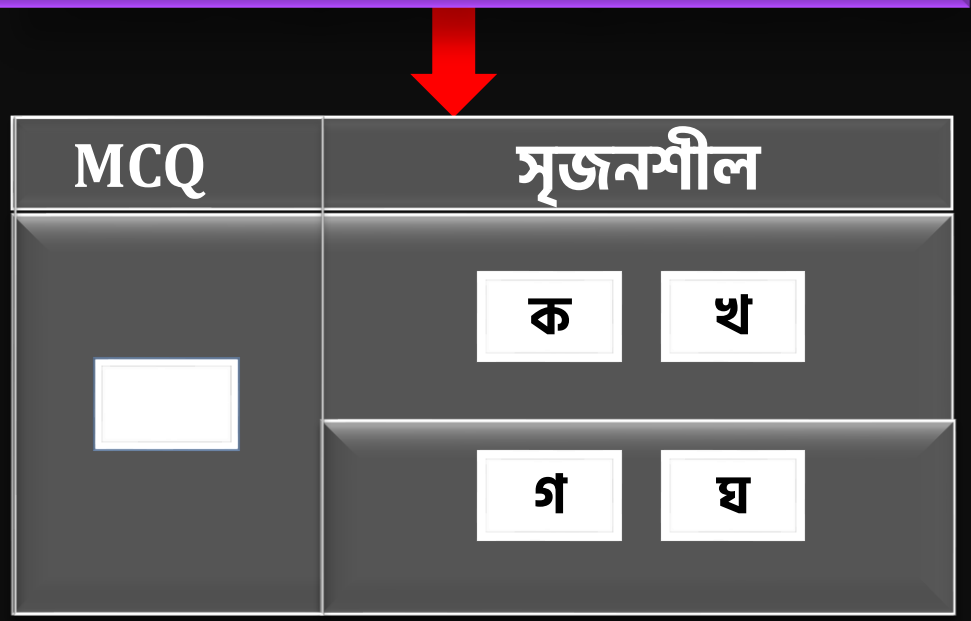

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন, তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সামাজিক মানুষে পরিণত হয়ে ওঠে। কিন্তু আধুনিককালে সামাজিক মানুষ একজন বৈশ্বিক ব্যক্তিত্বকেও ধারণ করে থাকেন। কেননা সারা বিশ্ব আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। মানুষকে এরূপ সামাজিকীকরণ অভ্যস্ত করতে বিভিন্ন উপাদান ভূমিকা পালন করে থাকে। যার মধ্যে বিশ্বায়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ICT (Information and Communication Technology) অন্যতম।

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান আলোচিত একটি বিষয় হলো বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন হলো বিশ্বের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার একত্রীকরণ। এটি একটি আদর্শ প্রক্রিয়া, যার বৈশিষ্ট্য হলো সীমানা যুক্তকরণ ও আন্তর্জাতিকীকরণ। Globe বা বিশ্ব থেকে Globalization শব্দটি এসেছে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যা সারাবিশ্বের সকল মানুষকে জাতি-রাষ্ট্রের সীমানার উর্ধ্বে এক বৈশ্বিক গ্রাম (Global Village) এনে দিয়েছে।

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন, তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

Globalization প্রত্যয়টি সমগ্র বিশ্বকে একটি বৈশ্বিক গ্রাম (Global Village) হিসেবে বিবেচনা করেছে। বলা হয়ে থাকে "Globalization is a process of development of the world into a single interested economic unit." বৈশ্বিক গ্রাম (Global Village) এখন উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু এবং নিজের চোখে অন্যকে অন্যের চোখে নিজেকে উপস্থাপনের প্ল্যাটফর্ম ধরা হয়। কানাডার বিখ্যাত টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও প্রখ্যাত দার্শনিক Marshal Macluhan সর্বপ্রথম 'Global Village' কথাটি ব্যবহার করেন। বিশ্বায়নের মাধ্যমে কোনো কিছু স্থানিক থেকে বৈশ্বিক রূপ লাভ করে। বিশ্বায়নের নিয়ন্ত্রক উপাদানগুলো হলো অধিক উৎপাদন, অর্থনীতির বিশ্ববাজার ও উন্মুক্ত বাজার, তথ্য প্রযুক্তি এবং রাজনীতির আন্তর্জাতিকীকরণ।

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন, তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

অন্যদিকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বলতে কম্পিউটারভিত্তিক আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তিকে বোঝানো হয়, যার মাধ্যমে মুহূর্তের মধ্যেই সারা বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের সাথে যোগাযোগ করা যায়। সংক্ষেপে বলা যায়, তথ্য আদান-প্রদানের কৃতকৌশলই হলো তথ্য প্রযুক্তি। এটি বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিকশিত হলেও এর বিস্ময়কর উন্নতি ঘটেছে কম্পিউটার, ডিজিটাল টেলিফোন ও সাবমেরিন ক্যাবলের সহায়তায়। বলা হয়ে থাকে আইসিটি বিশ্বায়নকে বাস্তব রূপ দিয়েছে।

বিশ্বায়ন আধুনিক মানুষের সামাজিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রভাব ফেলছে। সামাজিকীকরণে বিশ্বায়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূলত আইসিটির বদৌলতেই বিশ্বায়নের প্রভাব সামাজিকীকরণে পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন, তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

Tony J. Watson-এর মতে, বিশ্বায়ন একটি ধারা যেখানে বিভিন্ন দেশের লোকেরা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মার্টিন আলব্রো (Martin Albrow) তার 'Introduction of Globalization' গ্রন্থে বলেন, বিশ্বায়ন হলো একটি সামগ্রিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমগ্র মানুষকে নিয়ে আসার প্রক্রিয়া।" বিশ্বায়ন ধারণাটির মধ্যে অবাধ বাণিজ্যনীতির ধারণাটিও যুক্ত রয়েছে।

অ্যান্থনি ম্যাকগ্রা (Anthony Mcgraw) বলেন, আধুনিক বিশ্বব্যবস্থার অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং সমাজের মধ্যে বহুবিধ সংযোগ এবং সম্পর্কের নির্মিতিকে বিশ্বায়ন বলে।

বিশ্বায়নের প্রধান তাত্ত্বিক রোনাল্ড রবার্টসন (Ronald Robertson)-এর মতে, "বিশ্বায়ন হলো বিশ্বের সংকোচন এবং পরস্পর নির্ভরশীলতা।"

অ্যান্থনি গিডেন্স তার 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, "Globalization refers to the fact that we all increasingly live on one world. So that individuals groups and nations become more interdependent." অর্থাৎ বিশ্বায়ন সেই বাস্তবতাকে নির্দেশ করে যেখানে আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে এক পৃথিবীতে বসবাস করি যাতে ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং জাতি আরও বেশি আত্মনির্ভরশীল হয়।

অনিতা রডিস (Anita Roddies) তার 'Globalization: Take it personality' নামক গ্রন্থে বলেন, "অর্থনৈতিক উদারীকরণ, যেমন নিয়ন্ত্রণমুক্তকরণ, বেসরকারিকরণ এবং অধিকতর মুক্ত বিশ্ববাণিজ্য ও বিনিয়োগের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে সংহতিকরণই হলো বিশ্বায়ন।" (Globalization means the economic integration with world economy through the economic liberalization. Such as deregulation, privatization and greater openess to world trade and investment.)

অতএব, বিশ্বায়ন বলতে কোনো কিছু স্থানিক পর্যায় থেকে বৈশ্বিক রূপ লাভ করাকে বোঝায়।

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন, তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

বিশ্বায়নের ফলে আজ সারা বিশ্বের মানুষ যেন একটি পরিবারের সদস্য। বিশ্বের সকল মানবসমাজকে এক ও অভিন্ন ঐক্যতানে সমন্বিত করার প্রক্রিয়াকেই বলা হয় বিশ্বায়ন। এর পাশাপাশি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিরও (ICT) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পৃথিবী যেকোনো প্রান্তের মানুষের সাথে ঘরে বসে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে আইসিটির বদৌলতে। মোবাইল ফোন, স্যাটেলাইট চ্যানেল, অনলাইন সংবাদপত্র, সামাজিক যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যম (যেমন Facebook, Twiter ইত্যাদি), বিভিন্ন বিনোদন সাইট এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে মানুষ সহজেই সারাবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে। এতে তাদের চিন্তাধারা, সংস্কৃতি, পরিবেশ, জীবনধারা, সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে জানার সুযোগ হচ্ছে। পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে মানুষ নিজের অজান্তেই বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। জীবনযাত্রা, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ওপর এর প্রভাব দেখা যাচ্ছে। পারস্পরিক এ আদান-প্রদান, সামাজিকীকরণে এক বড় ভূমিকা পালন করছে।

সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন, তথ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব

সামাজিকীকরণ হয়ে উঠেছে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিস্তৃত। ব্যক্তি মানুষ পরিণত হচ্ছে বৈশ্বিক ব্যক্তিত্বে, ধারণ করছে বহুজাতিক বৈশিষ্ট্য। যেমন আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে পোশাক-পরিচ্ছদে যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তা আমাদের নিজস্ব নয়, বৈশ্বিক সংস্কৃতি দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত। আমাদের দেশে বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত একটি বাদ্যযন্ত্র হলো ভুভুজেলা, যা এসেছে বিশ্বকাপ ফুটবলে ব্রাজিলে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র দেখে। ডিশ চ্যানেল দেখে আমাদের দেশেও এটি আত্মীকৃত হয়েছে। বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির বদৌলতে আমাদের সামাজিকীকরণ প্রভাবিত হচ্ছে।

বিশ্বায়নের আরও বহু দিক বা মাত্রা আছে। যেমন- অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাক্ষেত্রে, উৎপাদন ব্যবস্থায়, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি। এসব উপাদানও সামাজিকীকরণকে প্রভাবিত করে থাকে। বিশ্বায়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রভাবে এসব উপাদান বিভিন্নভাবে প্রভাবিত, পরিবর্তিত বা পরিবর্ধিত হচ্ছে। সামাজিকীকরণকে এসব পরিবর্তিত উপাদান অনুরূপভাবে পরিবর্তন করতে ভূমিকা পালন করছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

টপিক – ০৬ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মানবশিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন অন্যান্য প্রাণীর (গরু, ছাগল) সাথে তার মৌলিক পার্থক্য খুব কম। কিন্তু শিশুটি যত বড় হতে থাকে অন্যান্য প্রাণী থেকে তার মধ্যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং পার্থক্য ক্রমশ প্রকট হয়ে ওঠে। এ পার্থক্যের মূলে - সামাজিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজই তাকে সামাজিক করে তোলে। তাই এটি জন্ম থেকে শুরু হয়ে বিরামহীনভাবে ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত চলে।

ক. জ্ঞাতিসম্পর্ক কী?

খ. দাসপ্রথা বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞানের কোন প্রক্রিয়াটির ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রক্রিয়াটির মাধ্যমসমূহের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

[রা. বো. '২২; ব. বো. '২২]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

আলম তার বাবা-মায়ের সাথে বসে টিভিতে মিনা কার্টুন উপভোগ করে। তার ছোট বোনও এসবের খুব ভক্ত। তাদের বাবা-মা আলম ও তার ছোট বোনকে পত্র-পত্রিকা থেকে বিশেষ বিশেষ প্রযুক্তি সম্পর্কে পড়ে শোনায়। ইন্টারনেট ব্যবহার করে তারা অল্পবয়সেই পত্রপত্রিকা পড়া, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র উপভোগ করে। ওয়েবসাইট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য তারা শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহার করা শিখে ফেলেছে।[রা. বো. '১৮, কু. বো. '১৮; চ. বো. '১৮; ব. বো. '১৮]

ক. সামাজিকীকরণ কাকে বলে?

খ. মানুষের মেধার ওপর প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে সামাজিকীকরণের কোন মাধ্যমটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "উদ্দীপকের অবস্থা বিশ্বায়নের ফল"।- বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রানা ও সোমার মা-বাবা সরকারি চাকরিজীবী। দিনের বেলায় অফিসের কাজকর্মের কারণে তারা সন্তানদের সময় দিতে পারে না। বাড়ি ফেরার পর অধিকাংশ সময়ই তাদের মা-বাবা ঝগড়ায় লিপ্ত হন। সোমা নিয়মিত পড়ালেখা করলেও ষোল বছর বয়সি রানা পাড়ার খারাপ ছেলেদের সাথে ঘুরে বেড়ায়। স্কুলে ঠিকমতো যায় না এবং পড়ালেখার ব্যাপারে একেবারেই অমনোযোগী।

ক. সামাজিকীকরণের প্রধান মাধ্যম কোনটি?

খ. সামাজিকীকরণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কীভাবে ভূমিকা রাখে?

গ. উদ্দীপকের রানার সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে যে মাধ্যমটির ভূমিকা অনুপস্থিত তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে রানাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে কী কী করণীয় রয়েছে বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। [ঢা. বো. '১৭; য. বো. '১৭; কু. বো. '১৭; চ. বো. '১৭; সি. বো. '১৭; দি. বো. '১৭]

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৭ – সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া

টপিক – ০৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১.Socialization কথাটির অর্থ কী?[সকল বোর্ড '১৮]

ক. সামাজিক প্রক্রিয়া
খ. সামাজিক বিভাজন
গ. সামাজিক পরিবর্তন
ঘ. সামাজিক বিবর্তন

২."সামাজিকীকরণ বলতে সেই প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি সামাজিক মনোভাব ও আচরণের বিষয়াদি অর্জন করে।"- এ অভিমতটি কার?

ক. অ্যালমন্ড ও পাওয়েল
খ. নিমকফ
গ. ওয়েবার
ঘ. জিন্সবার্গ

৩.সামাজিকীকরণ বলতে বোঝায়-[সকল বোর্ড '১৬]

ক. পরিবারে বসবাস করার রীতিনীতি আয়ত্ত করার শিক্ষা
খ. বিদ্যালয়ের রীতিনীতি আয়ত্ত করার শিক্ষা
গ. একজন সুশিক্ষিত মানুষ হিসাবে গড়ে উঠার প্রক্রিয়া
ঘ. সমাজের কাঙ্ক্ষিত সদস্য হিসাবে গড়ে উঠার প্রক্রিয়া

৪.ব্যক্তি কীভাবে তার সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে?

ক. পরিবারের মাধ্যমে
খ. সামাজিকীকরণের মাধ্যমে
গ. বিদ্যালয়ের মাধ্যমে
ঘ. চেতনাবোধের মাধ্যমে

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৫.সমাজের অস্তিত্বের নিয়ামক কী?

ক. নারী খ. পুরুষ গ. সামাজিকীকরণ ঘ. পরিবার

৬. যে প্রক্রিয়ায় গোটা পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান বা মূল্যবোধ অর্জন করা হয় তাকে কী বলে?

ক. শিক্ষা ব্যবস্থা খ. সামাজিকীকরণ

গ. সামাজিক শিক্ষা ঘ. সমাজবিজ্ঞান বিদ্যা

৭. সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া কখন শুরু হয়?[সকল বোর্ড '২২, '১৯]

ক. জন্মের পর থেকে খ. শৈশবে গ. কৈশোরে ঘ. যৌবনে

৮. পরিবার ও শিশুর মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে তা শিশুর মধ্যে কী ধরনের প্রভাব ফেলে? [সকল বোর্ড '১৫]

ক. জ্ঞান বৃদ্ধি পায় খ. বুদ্ধিমত্তা দ্রুত বিকশিত হয়

গ. শিশু আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে ঘ. সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটে

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৯.কোন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি সামাজিক জীবে পরিণত হয়?.

ক. সামাজিকীকরণ খ. বৈধকরণ গ. খোঁজাকরণ ঘ. আইনী

১০. যে প্রক্রিয়ায় মানব শিশু ক্রমশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ সামাজিক মানুষে পরিণত হয় তাকে কী বলে?

ক. সমাজকাঠামো খ. সামাজিকীকরণ

গ. সামাজিক পরিবর্তন ঘ. সামাজিক স্তরবিন্যাস

THANK YOU